Vol. 28 | No. 2 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণ

Volume	28
Issue	2
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমিন
Published online	February 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i2.2
Pages	24-38
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা সাহিত্যে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণ

শেখ এ. টি. এম. রুহুল আমিন

হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশস্থ এ উপমহাদেশে (বাংলা-পাক-ভারতে) বাংলা, ওড়িয়া, আসামী, মৈথিল, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পস্তু, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু, মলয়ালম, কানাড়ি, কাশ্মীরী ইত্যাকার বহু আঞ্চলিক ভাষা ছিল ও আছে। কিন্তু ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি, ও প্রতিষ্ঠার দিক থেকে কোন ভাষাই বাংলা ভাষার সমতুল্য হয়ে উঠতে পারেনি। আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য---এ উপমহাদেশের কোন আঞ্চলিক ভাষার ভাগ্যে জোটেনি। বাংলা ভাষার এ সুগভীর ঐতিহ্য ও সুসমৃদ্ধির পেছনে রয়েছে বাংলার স্বাধীন সুলতানাতের কালে ইলিয়াস শাহী সুলতান ও শাহজাদাগণ এবং তদবংশোদ্ভূত বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের শাহজাদখানী নরপতিগণ এবং তাঁদের অনুসরণে বিভিন্ন রাজকর্মচারী ও সামন্তজমীদার কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষণ দানের ইতিহাস। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

প্রখ্যাত পণ্ডিত মরহুম ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও তাঁর অনুসারীদের মতে বাংলার কাব্য কাননের আদিপিক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কবি বড়ুচণ্ডীদাস বাংলার ইলিয়াস শাহী সুলতান সিকান্দার শাহর (১৩৫৭-১৩৯৩) পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য অনেক বিদ্বান মনে করেন যে, সুলতান সিকান্দার শাহর পুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (মৃত্যু-১৪১০ খ্রী.) কবি শাহ্ মোহাম্মদ সগীর-এর পৃষ্ঠপোষণ করেছিলেন এবং কবি সগীর তাঁর আমলে 'ইউসুফ-জোলেখা' নামে একটি প্রণয় কাব্য রচনা করেন। কবি তাঁর সম্পর্কে বলেন—"মনুস্বের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম অবতার। মোহানরপতি গ্যেছ পিরথিম্বির সার"। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন যে, বিদ্যোৎসাহী নরপতি এই সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহর প্রশংসায় মৈথিল

কবি বিদ্যাপতি বলেছেন—"মহলম জুগপতি চিরজিবে জীবথু গ্যাসদীন সুরতান"। জনৈক মুসলিম গৌড়েশ্বরের নির্দ্দেশে কবি কৃত্তিবাস তাঁর অমর কাব্য (সপ্তকাণ্ড) রামায়ণ রচনা করেন। কবি তার পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বরের প্রশংসায় বলেন—"পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুনের হয় পূজা"। 'গুনের পূজা' করার জন্য কবি গৌড়েশ্বরের আদেশে 'রামায়ণ' রচনা করে গৌড়েশ্বরের পূজা দিয়েছিলেন। কবি কৃত্তিবাস বলেন :

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে কৈলা অনুরোধ ॥
বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥

কবি অরো বলেন :

"রাজসভা খান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥"

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বলেন যে, কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বরের রাজসভা বিশেষভাবে মুসলিম প্রভাব চিহ্নিত ছিল। কিন্তু ডক্টর সেন কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক সে সুমহান মুসলিম গৌড়েশ্বরকে চিহ্নিত করতে পারেননি। পরবর্তীকালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইলিয়াস শাহী রাজবংশের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার মধ্যবর্তী গণেশপুত্র 'যদু' তথা সুলতান জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহকেই (১৪১৮–৩১ খ্রী.) কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক 'গৌড়েশ্বর' বলে সিদ্ধান্ত করেন এবং তাঁর এ সিদ্ধান্ত অনেক পণ্ডিত মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শান্তি নিকেতনের অধ্যাপক বিখ্যাত গবেষক শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায় নানা যুক্তির অবতারণা ক'রে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, দ্বিতীয় ইলিয়াসশাহী তথা মাহমুদ শাহী সুলতান রুকনুদ্দীন বারবকশাহ'ই (১৪৬০–৭৬ খ্রী.) কবি কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ডক্টর আহমদ শরীফ সহ অধুনা কোন কোন পণ্ডিত তাঁর এ সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন।[১] এক নিবন্ধে[২] আমরা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছি যে, সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ও সুলতান রুকুনুদ্দীন বারবক শাহ'র মধ্যবর্তী দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা "সুলতান নাসির শাহ"[৩] নামে সুপরিচিত সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ

শাহই (১৪৩৩–৬০ খ্রীঃ) মহাকবি কৃত্তিবাসের মহান পৃষ্ঠপোষক। আমরা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এ সুমহান সুলতান নাসির শাহই বাংলার অমর কবি কৃত্তিবাসকে পৃষ্ঠপোষণ দান করে বাংলা সাহিত্যের অগ্রযাত্রার পথ খুলে দিয়েছেন ১৪৪০ খ্রী. অব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে। কবি কৃত্তিবাসের সম্ভবতঃ জ্ঞাতী ভ্রাতুষ্পুত্র সাধক কবি বড়ুচণ্ডীদাসও এ মহান সুলতানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সূফী-কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমীর "বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর করুণ সুরে ক্রন্দনরত বাঁশীটি"ও তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বাজিয়ে জীবাত্মার প্রতীক ব্যাকুলিত 'রাধা'র প্রাণকে আকুল করে তোলার জন্যে বাংলার এই সাধক কবির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কবি তাই তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে 'বড়াই'এর মুখ দিয়ে "ভাগীরথীকূলে" 'শ্রীকৃষ্ণ'কে খুঁজে বের করার জন্যে শ্রীমতী রাধাকে উপদেশ দান করে বিষ্ণুর দশম অবতার-'কলিযুগের শ্রীকৃষ্ণ' বলে অভিনন্দিত সুমহান সুলতান নাসির শাহ'র প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। [প্রসংগত উল্লেখ্য যে, 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীরকে আমরা ষোড়শ শতকের কবি বলে মনে করেছি এবং আরো মনে করি যে, কবির উল্লেখিত "মহানরপতি গ্যছ" অর্থে সুরবংশীয় সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (১৫৫৫–৬০)। আমাদের এ বক্তব্যের প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুলতান আহমদ ভূঞা প্রমুখ পণ্ডিতদের সমর্থনও রয়েছে। অবশ্য আমাদের এ সিদ্ধান্ত একটি মাত্র পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত 'গ্যছ' নামটির নির্ভুলতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুলতান আহম্মদ ভূঞা প্রমুখের ধারণা মত শব্দটির প্রকৃত পাঠ যদি 'গ্যছ' না-হয়ে 'যেহ্ন' হয়, তাহলে রাজবন্দনায় উল্লেখিত 'মহাজনবাক্য' টির প্রকৃত তাৎপর্য সহ অন্যান্য বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ও ভাষার প্রাচীনত্বের আলোকে আমাদের সিদ্ধান্ত হবে—মহামতি সুলতান নাসির শাহ্র—যিনি পূর্ব পুরুষের গৌড়ীয় সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে ইতিহাস সৃষ্টি করে ছিলেন—তাঁর প্রেরণাতেই "আজ্ঞাক অধীন" কবি মোহাম্মদ সগীর মানবীয় প্রেম-ক্লাহিনীর অন্তরালে আধ্যাত্মিক প্রণয়কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা' রচনা করেন।] ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে একটি বহু বিশ্রুত লোকশ্রুতির উল্লেখ করে বলেছেন যে, বাংলার সুলতান নাসির শাহ'র আদেশেই 'মহাভারতে'র

সর্ব প্রথম অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়। 'শূন্য পুরাণ' এর কবি রামাই পণ্ডিতের ভাষায় তিনি ছিলেন—"দশম মুরুতে গোসাঞি ··· জগন্নাথ" এবং "হিন্দু কুলের ধর্ম অবতার" ও "মোমিন কুলের খোদার খোন্দকার", আর সদ্ধর্মীদের জন্য তিনি "হৈলা ভেস্ত অবতার ··· ধর্মঠাকুর"।[৪]

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণের আত্ম-পরিচিতি অংশে কবির পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র হিসেবে জগতানন্দরায়-এর উল্লেখ আছে। সম্পূর্ণ মহাভারত রচয়িতা "গুনরাজ খাঁ" উপাধিক কবি ষষ্ঠীবরও সসম্মানে উল্লেখ করেন জগতানন্দের নাম তাঁর কাব্যে। কবি বলেন :

অমৃত লহরি ছন্দ, পূণ্য ভারতের বন্দ,
কৃষ্ণ চরিত্র শেষ পর্বে।
শ্রীযুক্ত জগদানন্দে অহর্নিশ হরিবন্দে
কবি ষষ্ঠীবর কহে সর্বে ॥

কবি অপর এক স্থানে বলেন :

পয়ার প্রবন্ধ পোথা রচিল সংসারে।
নারায়ণ পদতলে ভনে ষষ্ঠীবরে ॥

কেউ কেউ মনে করেন "গুনরাজ খাঁ" উপাধিক এ কবি ষষ্ঠীবরই বাংলায় সর্বপ্রথম 'মহাভারত' অনুবাদ করেন। আবার কেউ কেউ কবি সঞ্জয়কে বাংলা মহাভারতের আদি রচয়িতা বলে মনে করেন। আমাদের ধারণানুসারে গৌড়-বাংলার অধিকাংশ অমুসলিম জনগণের দৃষ্টিতে যদি ইলিয়াসশাহী সুলতান নাসির শাহই 'নররূপী নারায়ণ'—বিষ্ণুর দশম অবতার—'কল্কী' বলে সাব্যস্ত হন, তা হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুলতান নাসির শাহ'র আদেশেই কবি ষষ্ঠীবর বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম মহাভারত রচনা করেছিলেন এবং এ গৌড়-সুলতান থেকে "গুনরাজ খাঁ" উপাধি তিনি পেয়েছিলেন। এই মহামতি গৌড়েশ্বরের প্রশংসায় কবি বিদ্যাপতি 'পদ' উৎসর্গ করে বলেন :

সুলতান নসির শাহ জানে, যারে হানলো মদনবাণে,
চীরঞ্জীব রহুঁ পঞ্চ গৌড়েশ্বর,
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

'কবি শেখর' 'কবি রঞ্জন' উপাধিধারী কবি বিদ্যাপতি এ বংশের রাজ-পুত্র ও রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রশাসক ('নস্‌রতাবাদ' এর প্রতিষ্ঠাতা, শাহজাদা নসরত খান) "রাএ নসরদশাহ"-এর নামে পদ রচনা করেন। কেউ কেউ এঁকে হোসেনী সুলতান নসরত শাহ বলে ধরতে চান। কিন্তু কবি তাঁকে "পঞ্চগৌড়েশ্বর" কিংবা "সুলতান" বলে কোথাও উল্লেখ করেন নি। শুধু তা-ই নয়, সুলতান নাসির শাহ তনয় "পঞ্চগৌড়েশ্বর" শহীদ সুলতান হোসেন শাহ (সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ) র নামেও কবি বিদ্যাপতি 'পদ' উৎসর্গ করেন। রামগোপাল দাস তাঁর 'রসকল্পবল্লী'তে লিখেছেন—

যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবি রঞ্জন আদি সবে রাজসেবী॥

কবি যশোরাজ খান যে শহীদ সুলতান হোসেন শাহ তথা সুলতান ফতেহ শাহ (১৪৮১-৮৭)-এর পৃষ্ঠপোষণ-ধন্য ছিলেন তার প্রমাণ কবি এ পঞ্চগৌড় সুলতানের নামে নিম্নোক্ত পদটি রচনা করেন —

শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভণে যশোরাজখান॥

"গুনরাজ খাঁ" উপাধিক কবি মালাধর বসু সুলতান নাসির শাহ তনয় সুলতান রুকুনুদ্দীন বারবক শাহ'র রাজত্বকালে (১৪৬০-৭৬ খ্রী.) ভাগবত অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। কবি বলেন :

নির্গুন অধম মুই নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুনরাজ খান॥

এ "গুনরাজখান" 'ধর্মইতিহাস' নামে একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণও রচনা করেন বলে ডক্টর সুকুমার সেন ও অপরাপর পণ্ডিতগণ মনে করেন। বহু সুধী-পণ্ডিত মনে করেন যে, সুলতান বারবক শাহ'র পুত্র সুলতান ইউসুফ শাহ'র (১৪৭৬-৮১) রাজত্বকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষণে কবি জৈনুদ্দীন 'রসুল বিজয়' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। কবি বলেন :

দানে ধর্ম হরিশচন্দ্র মান্য গুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।

শ্রীযুত ইছপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিল পাঞ্চালি সন্ধান ॥

সুলতান নাসির শাহ্'র পুত্র শহীদ সুলতান হোসেন শাহ্'র (ফতেহ শাহ'র) রাজত্বকালে (১৪৮১-৮৭) ফতেহাবাদ এর অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামের কবি বিজয় গুপ্ত ১৪৮৪-৮৫ খ্রী. অব্দে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কবি বলেন—

ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী ॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।...

কবি বিপ্রদাস পিপ্‌লাই এর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে ও "গুণিসমাজের অনুরোধে" রচিত কবিশঙ্কর দ্বিজ মিশ্রের 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যে 'সুলতান হোসেন শাহ'র উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] এ কাব্য দুটোর রচনার প্রাপ্ত তারিখ সঠিক বিনা ভেবে দেখার আছে। ইলিয়াস শাহী সুলতান বারবক শাহ'র ভ্রাতা 'বঙ্গালরাজ'-ফিরোজ শাহ্'র কর্মচারী রাস্তি খানের পুত্র লস্কর পরগল খাঁ ও পৌত্র ছুটি খাঁ যথাক্রমে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও কবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে 'মহাভারত' এর অংশ বিশেষ অনুবাদ করান।[৬] এ কাব্য দুটো পরবর্তী কালে যথাক্রমে 'পরগলী মহাভারত' ও 'ছুটীখানী' 'মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'চট্টগ্রামরাজ্যে'র গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি বা খানাদার লস্কর পরগল খাঁর "দিনেকে" শুনার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে 'মহাভারত' রচনা করতে গিয়ে কবীন্দ্র বলেন—

শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুনের নিদান ॥

এতে কেউ কেউ মনে করেন যে, কবীন্দ্রের আদর্শ পুঁথিটি পূর্ববর্তীকালে রাজ-পুত্র নসরত খানের আদেশে কবি সঞ্জয় কর্তৃক রচিত হয়েছিল। এ নসরত খান ছিলেন পূর্বোল্লেখিত দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী তথা মাহমুদশাহী (১৪৩৩-১৪৮৭ খ্রী.) রাজপুত্র নসরত খান, যাঁকে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি "রাএ

নসরত শাহ'' বলে অভিহিত করেছেন। মি. মার্টিন তাঁর 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'তে তাঁকে King Nuzrat Khan বলে উল্লেখ করেন।

কোন এক গৌড়-রাজপুত্র ফিরোজ শাহ'র আদেশে কবি দ্বিজ শ্রীধর প্রণয় কাব্য 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পণ্ডিতগণ এক বাক্যে এ 'ফিরোজ শাহ' কে হোসেনী সুলতান নসরত শাহ'র শিশু পুত্র ফিরোজ শাহ [তিন বা নয় মাসের বাদশাহ (১৫৩২-৩৩)] বলে সনাক্ত করেছেন। কিন্তু কবি দ্বিজশ্রীধর স্বীয় পৃষ্ঠপোষক ফিরোজ শাহ'র প্রতি ছিলেন বিগলিত চিত্ত, তাঁর প্রাপ্ত পুঁথির ৯ পাতার মধ্যে ৯ টি ভনিতা পাওয়া গেছে। প্রায় প্রতি ভনিতাতেই কবি পৃষ্ঠপোষক ফিরোজ শাহ'র উল্লেখ করেছেন; এবং তাঁকে কাব্যের নায়ক 'সুন্দর' এর সাথে একাকার করেছেন। শুধু তাই নয়, ফিরোজ শাহ'র পিতার নামোল্লেখ করেই তাঁর পরিচিতি দিয়েছেন, যেমন—

নৃপতি নসির শাহ তনয় সুন্দর।
রাজা শ্রী ফিরোজ শাহ রসিক শেখর॥

এর অর্থ নৃপতি নাসির শাহ'র রাজত্ব কালেই আঞ্চলিক প্রশাসক রাজপুত্র ফিরোজ শাহ'র আদেশে 'কবিরাজ' দ্বিজ শ্রীধর ১৪৫০ খ্রী. অব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে বাংলা ভাষায় এই আদি প্রণয় কাব্যটি রচনা করেছিলেন। বাহ্যতঃ এটা মানবীয় প্রণয় কাহিনী হলেও মূলতঃ এটা একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক কাব্য। পিতা 'নৃপতি নসির শাহ' এবং পুত্র 'রাজা ফিরোজ শাহ' উভয়ে ছিলেন সূফী সাধক রাজপুরুষ; আর কবি শ্রীধরও ছিলেন ''নিত্য উপবাস'' করা একজন সাধক কবি।

কবি শ্রীধর তাঁর পৃষ্ঠপোষককে প্রথমে ও শেষে অর্থাৎ বরাবর 'রাজা' বলে অভিহিত করেন, কিন্তু মধ্যস্থলে একটিমাত্র ভনিতায় 'যুবরাজ' বলে উল্লেখ করেন। কবি শুরুতেই বলেন:

রাজার আদেশ শিরে রাখিয়া যতনে।
ছিরিধর কবিরাজ দ্বিজবরে ভণে।

লোকদৃষ্টিতে রাজপুত্র প্রশাসকগণও 'রাজা'ই ছিলেন ; কবি তাই তাঁকে বরাবর 'রাজা' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু পরে মধ্যে মাত্র একস্থলে বলেন :

ছিরি ফিরোজ শাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালী ছন্দে ছিরি কবিরাজ।

কবি এখানে তাঁকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহ'র সন্তান—son of the reigning Monarch হিসেবে 'যুবরাজ' বলেছেন। বলা বাহুল্য, আমরা বহুদিন ধরে আমাদের বিভিন্ন নিবন্ধে উল্লেখ করে আসছি যে, এ প্রণয়কাব্য আদি 'বিদ্যাসুন্দর'-এর আদেষ্টা 'নৃপতি নাসির শাহ তনয় ফিরোজ শাহ' ছিলেন দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৬০)-এর পুত্র, যিনি ছিলেন আরাকানসহ দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার 'ভাইস্‌রয়'—আঞ্চলিক শাসনকর্তা। প্রথমে ত্রিবেণী-ফিরোজাবাদ (হুগলী) ও শেষ দিকে 'বারবকুণ্ড'—'মাহমুদাবাদে' (চট্টগ্রামে) ছিল তাঁর শাসনকেন্দ্র। পনর শতকের প্রথমার্দ্ধের দরবেশ হজরত শেখ লুৎফুল্লাহ কাত্তালের শিষ্য পদকর্তা ছৈয়দ আফজল তাঁরই প্রশংসায় লিখেছেন—

সৈয়দ ফিরোজ শাহা, সুধাময় অবগাহা,
ভজ সখী সুরঙ্গ চরণ।

বলা বাহুল্য, ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ 'রসুল-বংশীয়' ছিলেন, তাই কবি আফজল তাঁকে 'সৈয়দ' বলে অভিহিত করেছেন। বিশেষ ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ বিদ্যোৎসাহী রাজপুত্র ফিরোজ শাহ'র প্রশংসায় কবিরাজ দ্বিজ শ্রীধরও বলেন :

রাজ রাজেশ্বর তনয় সুন্দর
বর্ণ সমদাতা বিচক্ষণ।
শ্রীফিরোজ শাহা পঞ্চগুণে অবগাহা
ছিরিধর কবি রাজে ভণ ॥

আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, "মুরারী ওঝার নাতি" কবি শ্রীধর ছিলেন কবি কৃত্তিবাসের ভাই। তিনি 'যদুনীলার বারমাস' ও 'সীতার বারমাস'ও রচনা করেন। চট্টগ্রামী বিকৃতিতে শ্রীধর 'বামনিয়া'—'বাঅনিয়া' এবং তার থেকে "বানিয়া"তে পরিণত হয়েছেন।

সতর শতকের গোড়াতে আরাকানী-উত্থানের যুগে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরবর্তী 'রোসাঙ্গ' তথা দক্ষিণ চট্টগ্রাম তাদের কুক্ষিগত হলে আরাকান রাজাদের (দক্ষিণ-চট্টগ্রামবাসী) মুসলিম অমাত্যদের সভায়ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলতে থাকে। আরাকানরাজ শ্রীসুধর্মার (১৫২২-৩৮) সমরমন্ত্রী আশরফ খানের আদেশে কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' নামক একটি প্রণয়-কাব্য রচনা করেন। দৌলত কাজীর কাব্যে 'বিদ্যা-সুন্দর' এর উল্লেখ আছে। আরাকানরাজ 'নরপদিগ্যি'র ও 'থদোমিন্তার'-এর মহাপাত্র কোরেশী মাগন ঠাকুর নিজে 'চন্দ্রাবতী' নামে একটি কাব্য রচনা করেন এবং মহাকবি আলাওলকে দিয়ে 'পদ্মাবতী' ও 'সয়ফুল মুলুক বদীউজ্জামাল' নামে দুটো কাব্য রচনা করান। আরাকানরাজ অমাত্য শ্রীমন্ত সোলায়মান এ কবিকে দিয়ে দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য 'সতীময়না লোরচন্দ্রাণী'র সমাপ্তি ঘটান এবং 'তোহফা' নামে একটি কাব্য রচনা করান। কবি আলাওল সৈয়দ মুসা নামক একজন অমাত্যের অনুরোধে 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যখানা সমাপ্ত করেন। আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার মহাপাত্র 'নবরাজ মসলিসে'র আদেশে কবি 'সেকান্দরনামা' কাব্য রচনা করেন। আরাকান-রাজের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ এর অনুরোধে কবি আলাওল 'সপ্তপয়কর' নামেও একটি কাব্য রচনা করেন।

শাহজাদখানী নরপতি সুলতান কুতুবুদ্দীন আছম ওরফে কুতুব আছম শাহ্-পর্তুগীজদের ভাষায় "A moorish prince and a great lord—Codovascam"-এর পৃষ্ঠপোষণধন্য কবি শেখ ফয়েজুল্লাহ্ বলেন :

কহে শেখ ফয়েজুল্লা মনে বিমর্ষিয়া।
গ্রন্থন করি আছম শাহা স্থানে পাইয়া।

'মগধ' বা 'রোসাঙ্গ' তথা দক্ষিণ চট্টগ্রাম-সুলতান কুতুব আছম শাহ্ তনয় চট্টগ্রাম রাজ্যের অধিপতি সাধক-পুরুষ মোহাম্মদ শাহ্'র পৃষ্ঠপোষণে কবি শেখ মনসুর ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে 'আমীরজঙ্গ' কাব্য রচনা করেন। কবি বলেন :

'শ্রীযুত মোহাম্মদ শাহ সর্ব্বগুণালয়।
শুনিয়া জঙ্গের কথা সানন্দ হৃদয়।

কবি সৈয়দ সুলতানও এঁর পৃষ্ঠপোষণধন্য ছিলেন। কবি বলেন :

তবে শাহা মোহাম্মদ সমুদ্রের তুল।
একে একে মোরে যত শিখাইলা আমল।।

'মগধ' তথা 'রোসাঙ্গ' তথা চট্টগ্রাম এর অধিপতি এই 'ধবলগজেশ্বর' মোহাম্মদ শাহ্ থেকেই কবি সৈয়দ সুলতান একখানা তরবারি ও একটি ঘোড়া লাভ করেছিলেন। এ কবির শিষ্য মোহাম্মদ খানও এ সাধক রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। কবি মোহাম্মদ খান বলেন :

ধবলগজেশ্বর বুলি যাহাকে বাখানে।
যা হোন্তে পাইল পদ রোসাঙ্গীর গণে।।
শাহ আহমদ পীর করম বন্দন।
উদ্ধার করহ মোরে পশিলুঁ শরণ।।
মোহাম্মদ খানে কহে মনে করি সার।
তুমি মাত্র সহায় নরক হৈতে পার।।

রোসাঙ্গ পতি আহমদ শাহ্ এর পৃষ্ঠপোষণধন্য 'ইমাম' শরীফ মনসুর খোন্দ-কারের পুত্র নস্‌রুল্লাহ্ খান একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। কবি নসরুল্লাহ খাঁন তাঁর 'জঙ্গনামা' কাব্যের ভুমিকাতে বলেন :

রোসাঙ্গের নরপতি ভূবন বিখ্যাত।
যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাখ্যাৎ।।
গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া।
আনিলেক দিল্লীশ্বরে ব্যূহে যেবা গিয়া।।
হেনজনে যাহাকে করিয়া আগুয়ান।
নমাজকরন্ত সংগে যত মুসলমান।।

রাজা আহমদ শাহ্ তনয়চ আদম শাহ্ এর পুত্র চট্টগ্রামপতি নিজাম শাহ'র পৃষ্ঠপোষণধন্য কবি দৌলত উজির বাহরাম খান প্রথমে 'ইমাম বিজয়' কাব্য পরে 'লায়লীমজনু' কাব্য রচনা করেন সতর শতকের প্রায় মধ্যবর্তী সময়ে। 'ইমাম বিজয়ে' কবি বলেন—

নৃপতি নিজাম শাহ রাজ্য অধিপতি।
ধৈর্য্যবন্ত বীর্যবন্ত শক্তিমন্ত অতি।।

ত্রিপুরা রাজবংশের কাহিনী 'রাজমালা', 'কৃষ্ণমালা' ঐ রাজবংশের কোন কোন রাজার পৃষ্ঠপোষণে কাব্যাকারে রচিত হ'য়েছিল। রাজা দ্বিতীয় রত্ন-মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৬৮৫-১৭১০ খ্রী. অব্দে) তদীয় সেনাপতি মীর খাঁ গাজীর আদেশে 'শেখ মহদ্দি' নামে একজন কবি 'চম্পক বিজয় কাব্য' রচনা করেন।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী পৃষ্ঠ-পোষণ পেয়েছিলেন 'রাঢ়'-এর ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায় তনয় রাজা রঘুনাথের কাছ থেকে। কবি তাঁর কাব্যে বলেন:

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তাঁর সভাসদ রুচী চারুপদ
শ্রী কবিকঙ্কণ গান।

আসামের 'দরঙ্গরাজ' এর অনুজ্ঞায় বাংলার কবি নারায়ণদেব ষোড়শ শতকে 'পদ্মাপুরাণ' কাব্য রচনা করেন। রাজা জয়চন্দ্র নামক নোয়াখালী অঞ্চলের জনৈক যুগীজাতীয় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি ভবানী 'লক্ষণ-বিজয়' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। সুসঙ্গের জমীদার রাজা রাজসিংহ 'রাজ মালা', 'ভারতী মঙ্গল' ও 'মনসার পাঁচালী' রচনা করেন। পরগণে দোল্লাই-মেহার'-এর জমীদার দোনাগাজী নিজে 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করেন আঠারো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে।

এছাড়া, ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে হিন্দু—মুসলমান সামন্ত—জমীদার-গণ বহু কবি সাহিত্যিককে পৃষ্ঠপোষণ দান করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি রামদাস আদক-এর পৃষ্ঠপোষক ভূরশুট রাজা প্রতাপ-নারায়ণ, নদিয়ার জমীদার ও কবি ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরামের পৃষ্ঠপোষক বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্র, মেদিনী-পুরান্তর্গত কর্ণগড়ের রাজাও কবি রামেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক রামসিংহ, কবি ক্ষেমানন্দের পৃষ্ঠপোষক ভারামল্লরায়, ফেনীর দৌলতপুর গ্রামের জমীদার ও কবি নূরুল্লাহর পৃষ্ঠপোষক ফতেহ আলী চৌধুরী, দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামুর জমীদার ও একাধিক কবির পৃষ্ঠপোষক আলী হোসেন চৌধুরী ও

'গুলে বকাউলি' কাব্যের কবি নওয়াজিস খানের পৃষ্ঠপোষক বানীগ্রামের জমীদার বৈদ্যনাথ চৌধুরী এবং 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যের কবি 'দয়াল' এর পোষ্টাফেণী অঞ্চলের 'সফরপুর' গ্রামের জমীদার সফর আলীর ও 'রূপজালাল' কাব্যের জমীদার-কবি নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ফয়েজুন্নেছা তাঁর জননী আরফানেরনেছা চৌধুরানী থেকেই তাঁর কবি প্রতিভার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর কাব্যের প্লটও তিনি নিয়েছেন পরগণে দান্দারায়—আধুনিক ফেনী এলাকায় অবস্থিত স্বীয় মাতুলালয় 'সুন্দর-পুর' এর আসপাশ থেকেই। তাঁর জননী ছিলেন চট্টগ্রাম রাজ্যের 'শাহজাদ-বংশীয়' নরপতিদের মিনা-বংশীয় অমাত্য ও আত্মীয়ের বংশধর।

পরিশেষে, একটি বক্তব্য পেশ করে প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি টানছি। গৌড়ের দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী তথা মাহমুদশাহী রাজপুত্র ফিরোজ শাহের 'শাহজাদখানী' বলে অভিহিত অতি স্বল্প সংখ্যক বিগত গৌরব বংশধর আজো ফেনী নদী বিধৌত ফেনী-নিজামপুর অঞ্চলে বসবাস করছেন। গৌড়ীয় আধিপত্যের অবসানের পর ষোল-সতেরো শতকে এঁরা 'মগধিরপতি' রোসাঙ্গপতি, 'ধবলগজেশ্বর' ইত্যাকার অভিধার সাথে, বঙ্গাল ভূমির (দক্ষিণ কুমিল্লা-নোয়াখালী-ফেনী-চট্টগ্রাম অঞ্চলের) ভূঞা-রাজা, বলেও অভিহিত হতেন। মধ্যযুগে আরাকানসহ এতদঞ্চল বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীত-শিল্প চর্চার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল এবং তার মূলে ছিল এই 'শাহজাদ-বংশীয়' নরপতিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান।

তথ্যনির্দেশ

১ বহু বিদ্বান প্রায় শত বছর ধরে পাণ্ডুয়ার 'রাজা গণেশ'কে এবং কোন কোন পণ্ডিত তাহির পুরের সামন্তরাজা কংশ নারায়ণকে মহাকবি কৃত্তিবাসের ''গৌড়েশ্বর'' বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের এই সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রয়াস নিয়ে আলোচনার কোন অবকাশ আছে বলে আমরা মনে করিনা।

২ এই নিবন্ধটি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

৩ ফার্সী ভাষায় রচিত সকল ইতিহাস গ্রন্থে, আরকানী এনেল্‌স্‌-এ এবং সমকালে উৎকীর্ণ মুদ্রার সাক্ষ্য অনুসারে ইলিয়াস শাহী সুলতান

নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ই (১৪৩৩-৬০) ছিলেন 'সুলতান নাসির শাহ' নামটির একমাত্র অধিকারী। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি এ-নামেই তাঁর সম্মানে 'পদ' উৎসর্গ করেন। ভাহিরপুরের সামন্ত রাজা কংস নারায়ণও এ নামেই তাঁর প্রতি একটি পদ উৎসর্গ করে বলেন—

"সুমুখি সমাদ সমাদরে সমনল নসিরা শাহ সুরতানে।
নসিরা ভূপতি সোরম দেই পতি কংস নারায়ণে ভাণে।।

৪ আদি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের কবি দ্বিজ শ্রীধর 'নৃপতি নাসির শাহ।' নামেই কাব্য মধ্যে বারবার তাঁকে স্মরণ করেন। 'কুতুবে আলম' তথা 'সূফীকুল শিরোমণি' বলে কথিত এ সুমহান মানবতাবাদী সুলতান কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষণ দান ছাড়াও নিজেও কিছু পদাবলী রচনা করেছিলেন; অন্ততঃ 'নাসির মাহমুদ' ভনিতা যুক্ত পদগুলো যে তাঁরই রচিত তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বাংলা ফার্সী মিশ্রিত ও 'কুতুবে আলম' ভনিতায় রচিত "রেখ্‌তা"গুলোও তাঁরই রচিত কিনা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

৫ চৈতন্য চরিতকারদের উক্তিমতে হোসেনী সুলতান হোসেন শাহ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না—"না করে পাণ্ডিত্যচর্চা রাজা সে যবন" বাংলার কোন কোন কবি প্রখর বশবর্তী হয়ে শুধু হোসেনী সুলতান হোসেন শাহ'র নাম নয়, মোগল সম্রাট আকবর, শাহজাঁহান, আরঙ্গজেব প্রভৃতির নাম ও নিয়েছেন। তার অর্থ এই নয় যে, দিল্লীর মোগল সম্রাটগণ বাংলা ভাষার সাহিত্য রচনা করার জন্য বাঙ্গালী কবিদের পৃষ্ঠপোষণ করেছিলেন।

৬ 'চট্টগ্রাম রাজ্যে'র গৌড়ীয় খানাদার লস্কর পরগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটীখাঁর বাংলার কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষণ করার পেছনে রয়েছে স্থান ও ইলিয়াস শাহীদের সৃজিত পরিবেশের গুণ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা ছিলেন ইলিয়াস শাহী রাজকর্মচারী রাজি খাঁর পুত্র ও পৌত্র। 'চট্টগ্রাম রাজ্য'ই ছিল এদের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের লীলানিকেতন। এঁদের সাহিত্য কর্মে উৎসাহ দানের পেছনে গৌড়ের হোসেনী সুলতানদের কোন অবদান নেই।

৭ গৌড়রাজপুত্র এই ফিরোজ শাহ'র পূর্ণনাম আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ গৌড়ী ওরফে শাহজাদা জায়েদ খান সংক্ষেপে "শাহজাদ খান"। আরাকানী এনেল্স্-এ তিনি 'Tshat ya Khat' বলে উল্লেখিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, পিতা সুলতান নাসির শাহ'র আদেশে পুত্র ফিরোজ শাহ্ তরুণ বয়েসে, ১৪৩৩ খ্রী. অব্দে আরাকানের রাজ্যচ্যুত রাজা 'নরমেখ্লা' ওরফে 'মেঙ সো'মোন'কে তাঁর গৌড়ীয় 'কামানচী' বাহিনীর সাহায্যে আরাকানের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন; এবং তাঁরই নির্দেশে স্থাপিত নূতন রাজধানী 'ম্রোহং' শহরে একটি মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়ী গৌড়-রাজপুত্র 'শাহজাদ খান' স্থাপিত এ মস্‌জিদটি আরাকানী বিকৃতিতে "শান্দা খান মস্‌জিদ" নামে পরিচিত। ফিরোজ শাহ্'র বংশধরগণ নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে—মেঘনা থেকে মাতামুহুরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বরাবর ক্রম সঙ্কোচনের ভিতর দিয়ে সতর শতকের শেষদিক যাবত প্রায় ৯/১০ পুরুষ নিজেদের রাজকীয় অস্তিত্ব বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য-বাদের প্রতিভূ মুর্শিদকুলী কর্তৃক রাজ্য চ্যুতির পরও আরো প্রায় দেড়শত বছর অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে John Inglis Harvey কর্তৃক 'মৌজা স্বাধীন হিঙ্গুলীর' "স্বাধীনত্ব" ও 'মহাল নসরতফতেহাবাদ' এর জায়গীর বাজেয়াপ্তির (১৮৩৫ খ্রী. অব্দে) কাল পর্যন্ত এ-বংশীয়দের রাজকীয় পরিচিতি অটুট ছিল। ত্রিপুরেশ্বর শমশের গাজীর মিত্র শাহজাদখানী রাজবংশের শেষ রাজা নসরত শাহ'র পৌত্র প্রখ্যাত রাজপুত্র খান মোহাম্মদ ভুঞা ১৭৫১ খৃ. অব্দে নবাব আলীবর্দ্দীর সেনাপতি আগা বাকেরকে চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী 'কুমীরা' নামক স্থানের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। শুধু তাই নয়, 'গাজীনামা' ও 'শমশেরগাজীর পুঁথি'তেও এ ঘটনার উল্লেখ আছে। পূর্ব-পুরুষের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের কোন খেয়াল তাঁর ছিল কি না তা আজ কে বল্‌বে? ঐতিহাসিক শেখ হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর বলেন—"ফিরোজ শাহ বুদ শাহজাদ খান, আজ শাহজাদ শাহজাদখানী বুদ"—"ফিরোজ শাহ'র নামান্তর শাহজাদখান এবং তাঁর থেকেই শাহজাদখানী"দের উৎপত্তি। খান বাহাদুর সাহেব অন্যত্র বলেন—"ওয়া নসলে ওয়া জুররিয়তে শাহজাদা

ফিরোজ শাহ বশাহ্‌জাদখানী ইশ্‌তেহার ইয়াফ্‌তা'' অর্থাৎ ''শাহজাদা ফিরোজ শাহর বংশধরও সন্তান সন্ততিগণ 'শাহজাদখানী' নামে সুপরিচিত''। ১৩১১ বঙ্গাব্দে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'নবনূর' পত্রিকায় 'সার্দ্ধ সপ্তপরিবারের ইতিবৃত্ত' নামক প্রবন্ধে মরহুম মহতসমিল্লাহ চৌধুরী বলেন যে, গৌড়ের কোন এক মুসলমান রাজপুত্রের বংশধর গণ 'শাহজাদ খানী' বলে পরিচিত। তিনি সেই রাজপুত্রের নাম ফিরোজ শাহ ছিল বলেও উল্লেখ করেন। ফার্সী ভাষায় রচিত এ বংশের একটি ইতিহাস গ্রন্থ ছিল, কিন্তু 'জীর্ণ শীর্ণ' পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারে মরহুম শেখ হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর সহ সবাই ব্যর্থ হয়েছেন; কাজেই এই রাজবংশের ইতিহাসও কালের অতলতলে তলিয়ে গেছে।

৮ মতান্তরে ভ্রাতা